ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আজিম আনার ‘নিখোঁজ’!

চিকিৎসার জন্য ভারতে গিয়ে নিখোঁজ রয়েছেন ঝিনাইদহ-৪ আসনের সংসদ সদস্য আনোয়ারুল আজিম আনার। পরিবারের সদস্যরা গত কয়েকদিন ধরে তার সঙ্গে যোগাযোগের চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে উদ্বেগ-উৎকণ্ঠায় পড়েছেন। আনোয়ারুল আজিম আনারের সন্ধানে গতকাল শনিবার ভারতে গেছেন তার ভাতিজা সাইমনসহ আরো তিনজন। আজ (১৯ মে) রবিবার পর্যন্তও তারা কোনো খোঁজ পায়নি।

সংসদ সদস্যের ব্যক্তিগত সহকারী আব্দুর রউফ বলেন, গত ১২ মে ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ থেকে চুয়াডাঙ্গার দর্শনা বর্ডার হয়ে চিকিৎসার জন্য ভারত যান আনার। ভারতে গিয়ে তিনি পশ্চিমবঙ্গের নিউ টাউন এলাকায় বন্ধু গোপালের বাসাতে ওঠেন।

তিনি বলেন, ১৩ মে পরিবারের সদস্যদের সঙ্গে হোয়াটসঅ্যাপে কথা হয় সংসদ সদস্যের। পরের দিন ১৪ মে একবার কথা হওয়ার পর তার মোবাইল ফোন ও হোয়াটসঅ্যাপে আর কোনো যোগাযোগ স্থাপন করতে পারেনি পরিবারের সদস্য ও রাজনৈতিক নেতারা।

আনোয়ারুল আজিম আনার নিখোঁজ থাকার বিষয়টি পরিবারের সদস্যরা প্রধানমন্ত্রীকে অবগত করেছেন বলে জানান আব্দুর রউফ। নিখোঁজের বিষয়টি নিয়ে ইতোমধ্যেই বিভিন্ন গোয়েন্দা বিভাগ খোঁজ নিতে শুরু করেছেন বলে কয়েকটি বিশ্বস্থ সূত্রে জানা গেছে।

ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সভাপতি ও সাবেক সাংসদ শফিকুল ইসলাম অপু জানান, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানেন না। তবে যদি ঘটনা সত্য হয় তবে খুবই উদ্বেগ ও দুঃখজনক ব্যাপার। তিনি দল ও সরকারের উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে বিষয়টি জানাবেন বলেও সাবেক এই সংসদ জানান।

ঝিনাইদহ জেলা আ’লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুর করিম মিন্টু বলেন, বিষয়টি তার পরিবার গতকাল আমাকে জানিয়েছেন। তিনি এ ব্যাপারে খোঁজখবর নিয়ে জানাবেন বলেও জানান। এ ব্যাপারে কালীগঞ্জ থানার ওসি মোহাম্মদ আবু আজিফ জানান, স্থানীয় এমপি সাহেবের নিখোঁজ থাকা এমন একটি খবর লোকমুখে শুনেছি। তবে কেউ আমাকে লিখিত ভাবে জানায়নি।

এমএ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী মাঠে নামলেন গাংনীর সাবেক মেয়র ও ইউপি চেয়ারম্যানরা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক ও গাংনী উপজেলা পরিষদের বর্তমান চেয়ারম্যান এম এ খালেকের পক্ষে নির্বাচনী প্রচারণায় নামলেন গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র ও উপজেলার সাতজন ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান।

এরা হলেন, গাংনী পৌরসভার সাবেক মেয়র আশরাফুল ইসলাম, তেঁতুলবাড়িয়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নাজমুল হুদা বিশ্বাস, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ, কাথুলি ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মিজানুর রহমান রানা, রায়পুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু, কাজিপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান মু. আলম হুসাইন, ধানখোলা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আব্দুর রাজ্জাক, ষোলটাকা ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশা।

আজ বৃহস্পতিবার বিকালে এমএ খালেকের পক্ষে এক সাথে নির্বাচনী প্রচারনায় নামেন চেয়ারম্যানবৃন্দরা।

এ-উপলক্ষ্যে গাংনী উপজেলা শহরের মন্ডল সুপার মার্কেটের সামনে এক সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

গাংনী পৌর আওয়ামী লীগের সভাপতি সানোয়ার হোসেন বাবলুর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত নির্বাচনী প্রচারণা ও সমাবেশে প্রধান অতিথি ছিলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের প্রার্থী এমএ খালেক।

এসময় অন্যান্যদের মধ্যে মেহেরপুর জেলা আওয়ামী লীগের সহ- সভাপতি ও বামন্দী ইউনিয়ন পরিষদের সাবেক চেয়ারম্যান শহিদুল ইসলাম বিশ্বাস, পৌর আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আনারুল ইসলাম বাবু, গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন, জেলা স্বেচ্ছাসেবকলীগের মেহেরপুর জেলা শাখার সভাপতি আরিফুল ইসলাম সোবহান, স্থানীয়

আওয়ামী লীগ নেতা মইনাল হক, গাংনী উপজেলা ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক আসিফ ইকবাল অনিকসহ আওয়ামী লীগ ও সহযোগী সংগঠনের নেতাকর্মী উপস্থিত ছিলেন।

পরে উপজেলা শহরের বিভিন্ন স্থানে একসাথে চেয়ারম্যান প্রার্থী এম এ খালেক গনসংযোগ ও লিফলেট বিতরণ করেন।

এর আগে এমএ খালেকের পক্ষে বিরাট মোটরসাইকেল শোডাউন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নির্বাচনে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হয়ে আনারস মার্কা প্রতীকে ভোট দেওয়ার আহবান জানান নেতৃবৃন্দ।

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালাবো- শফিকুল আলম

ভোটের লড়াই থেকে সরে গিয়ে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই চালিয়ে যাবার অঙ্গিকার করলেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী জেলা আওয়ামীলীগের যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা চেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট এ কে এম শফিকুল আলম।

দ্বিতীয় ধাপে অনুষ্ঠিতব্য ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী একেএম শফিকুল আলম। তার প্রতীক কাপ পিরিচ। আজ মঙ্গলবার (১৪ এপ্রিল) দুপুরের দিকে তার নিজ বাসভবনে স্থানীয় সাংবাদিকদের সাথে ব্রিফিং দিয়ে তিনি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন।

এসময় তার ভাই স্থানীয় আওয়ামীলীগ নেতা ইছার উদ্দীন, সাবেক উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার মুনতাজ আলী, মুজিবনগর সরকারি ডিগ্রি কলেজের অবসরপ্রাপ্ত প্রভাষক মুরাদ হোসেন, আব্দুল বারী, মনিরুল ইসলাম, আমজাদ হোসেন, আব্দুল ওয়াদুদ, প্রধান মন্ত্রীর ফটো সাংবাদিক সাইফুল ইসলাম কল্লোলসহ কয়েকজন কর্মী সমর্থক উপস্থিত ছিলেন।

চেয়ারম্যান প্রার্থী এ কে এম শফিকুল আলম বলেন, নির্বাচনে প্রচারনা শুরু হবার পর আমি লক্ষ করলাম, প্রচার প্রচারনায় ক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থীদের সাথে যতটুকু লড়াই করতে হচ্ছে তার চেয়ে বেশি লড়াই করতে হচ্ছে একটি সিন্ডিকেটের সাথে। আগে নির্বাচন করতে গিয়ে অভিজ্ঞতা ছিলো না যে, আগে সিন্ডিকেটের সাথে পরে প্রার্থীদের সাথে লড়াই করতে হবে। লড়াই আমাকে দুটো করতে হচ্ছে। আমাকে সিন্ডিকেট ও প্রার্থীদের সাথে এক সাথে লড়াই করতে হচ্ছে। যা অন্যরা শুধু প্রার্থীদের সাথেই করছে। আবার দীর্ঘদিনের চেনা মানুষকে মাঝে মাঝে অচেনা মনে হতে লাগলো। আমি লক্ষ করলাম ভোটের লড়াই ও সিন্ডিকেটের লড়াই দুটো লড়াই এক সাথে করা যাবেনা। আমি সিদ্ধান্ত নিয়েছি আমি একটা লড়াই জাগি রাখবো একটা লড়াই বন্ধ করবো। তাই আমি ভোটের লড়াই থেকে সরে যাচ্ছি তবে সিন্ডিকেটের বিরুদ্ধে লড়াই আমি চালিয়ে যাবো। এজন্য আমি নির্বাচন থেকে সরে গেলাম এটাই ফাইনাল কথা। আমার যারা শুভাকাঙ্খী আছেন, তাদের একটা কথাই বলবো এই নির্বাচনে সিন্ডিকেট যেদিকে থাকবে, আমার এবং আমার প্রিয় মানুষগুলো তার বিপক্ষে থাকবে। আমি সিন্ডিকেট বিরোধী ছিলাম এবং আগামীতে থাকবো। আপনারা আমার কথাটার মানে বুঝে সেইভাবে আপনাদের অবস্থান নেবেন।আগামী দিনে ভাল কিছইু হবে।

তিনি আরও বলেন, গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে চেয়ারম্যান প্রার্থী হিসেবে দাঁড়ানোর ক্ষেত্রে তিনজন ব্যক্তি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। তাদের মধ্যে রয়েছেন গাংনী পৌরমেয়র আহমেদ আলী, মটমুড়া ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহেল আহমেদ ও রাইপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান গোলাম সাকলায়েন সেপু। আমি তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আমি নির্বাচনে দাঁড়িয়ে মানুষের ব্যাপক সমর্থন পেয়েছি।

আমি নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেও আপনাদের কাছ থেকে সরে যাচ্ছিনি। আপনাদের সাথে সম্পর্ক আমার আগের মত অটুট থাকবে। আপনাদের পাশে থাকবো। বিপদে আপদে আগে যেমন ছিলাম, ভবিষ্যাতেও থাকবো। তেমন কোনো পরিবর্তন হবেনা।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার করে নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা ও ১৩ এপ্রিল সরে

দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৫ জন চেয়ারম্যান প্রার্থী ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন যুবলীগ সভাপতি মোশাররফ

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন মোটরসাইকেল প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী ও গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মোশাররফ হোসেন।

আজ মঙ্গলবার (১৩ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের অফিসে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

লিখিত বক্তব্যে চেয়ারম্যান প্রার্থী মোশাররফ হোসেন বলেন, ব্যাক্তিগত ও পারিবারিক কারনে এবং আগামীতে দলীয় ঐক্যের স্বার্থে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছেন তিনি। তিনি বলেন নির্বাচনে যে সব নেতাকর্মী, সমর্থক ও ভোটার ভাই বোনেরা আমাকে এতদিন সমর্থন জানিয়েছেন তাদের প্রতিও কৃতগতা প্রকাশ করছি। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর জন্য আপনরা যে কষ্ট পেয়েছেন তার জন্য আমি আন্তরিকভাবে ক্ষমা প্রকাশ করছি। তিনি বলেন, যে কোনো গণতান্ত্রিক লড়াই সংগ্রামে আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আগামীতেও থাকবো। তিনি উপজেলা নির্বাচনে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীদের উৎসব মুখর পরিবেশে ভোট প্রদান করার অনুরোধ জানান।

এসময় গাংনী উপজেলা যুবলীগের সাধাারণ সম্পাদক শফি কামাল পলাশ, সহসভাপতি আল ফারুক, ষোলটাকা ইউনিয়ন যুবলীগের সভাপতি ও ষোলটাকা

ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান আনোয়ার পাশাসহ উপজেলা ও ইউনিয়ন যুবলীগের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

উল্লেখ্য, ষষ্ঠ উপজেলা নির্বাচনের গাংনীতে মোট ১০ জন প্রার্থী মনোনয়ন দাখিল করলেও মজিরুল ইসলাম ও ওয়াসিম সাজ্জাদ লিখন প্রত্যাহার কেও নেন। পরে গতকাল রবিবার (১২ এপ্রিল) পারিবারিক ও ব্যাক্তিগত কারণ দেখিয়ে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন সাবেক এমপি পত্নি লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

বর্তমানে মেহেরপুর জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান চেয়ারম্যান এমএ খালেক, গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদকসহ ৬ জন প্রার্থী চেয়ারম্যান ও ৬ জন ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী নির্বাচনী মাঠে রয়েছেন।

নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ালেন চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান শিলা

গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচন থেকে ঘোষণা দিয়ে সরে দাঁড়ালেন দোয়াত কলম প্রতীকের চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান বানু শিলা।

আজ রবিবার (১২ মে) বিকেলে লাইলা আরজুমান বানু শিলা তার গাংনীস্থ বাসাতে সাংবাদিক সম্মেলন করে নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দেন তিনি।

চেয়ারম্যান প্রার্থী লাইলা আরজুমান বানু শিলার পক্ষে তার স্বামী সদ্য সাবেক জাতীয় সংসদ সদস্য ও গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি মোহাম্মদ সাহিদুজ্জামান খোকন নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর এই ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, “পারিবারিক কারনেই আমরা এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছি।

তিনি বলেন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচনে জেলা ও উপজেলা আওয়ামীলীগের

একাধিক নেতা চেয়ারম্যান পদে প্রার্থী হয়েছেন। একাধিক প্রার্থী হওয়ায় নির্বাচনকে কেন্দ্র করে দলের মধ্যে বিভ্রান্তি হচ্ছে। নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ফলে কিছুটা হলেও সেখান থেকে মুক্ত হবে দল। নেতা কর্মীরা তাদের পছন্দমত যে কোনো একজনকে চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত করবেন। সেই প্রত্যাশা নিয়ে একান্ত আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক কারণেই এই নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানোর ঘোষণা দিচ্ছি। আমরা চাই, গাংনীর আওয়ামীলীগ পরিবারের সকল নেতা কর্মী তাদের মধ্যে ভ্রাতৃত্বের বন্ধন নিয়ে এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবেন। তাদের পছন্দ এবং যোগ্যতম নেতাকেই বেঁচে নেবেন বলে আমি বিশ্বাস করি।

আমার স্ত্রী লাইলা আরজুমান বানু শিলা গাংনীর জনপদে নারী জাগরণে ব্যাপক কাজ করেছেন।‘সামাজিক, রাজনৈতিক দিক বিবেচনা করে গাংনী উপজেলা নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়াচ্ছি। নির্বাচনে নিজ নিজ পছন্দের প্রার্থীকে ভোট দেয়ার অনুরোধ করছি। এসময় গাংনী উপজেলা উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সাংগাঠনিক নজরুল ইসলাম, শিক্ষা বিষয়ক সম্পাদক মনিরুজ্জামান মাস্টারসহ অন্যান্য নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

গাংনী উপজেলা নির্বাচনে যারা প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন তাদের মধ্যে চেয়ারম্যান পদে জেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক ও বর্তমান উপজেলা চেয়ারম্যান এমএ খালেক (আনারস), সাবেক চেয়ারম্যান এ কে এম শফিকুল আলম (কাপ পিরিচ), গাংনী উপজেলা আওয়ামীলীগের সাধারণ সম্পাদক মোখলেছুর রহমান মুকুল (হেলিকপ্টার)

মেহেরপুর জেলা বিএনপির যুগ্ম সাধারণ সম্পাদক ও সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান জুলফিকার আলী ভূট্টো(কৈ মাছ), সাবেক উপজেলা ভাইসচেয়ারম্যান অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল (ঘোড়া), গাংনী উপজেলা যুবলীগের সভাপতি মো: মোশাররফ হোসেন ও স্থানীয় ব্যবসায়ী মুকুল জোয়ার্দ্দার (শালিক পাখি)। এছাড়া ভাইস চেয়ারম্যান পদে, মো: ফারুক হাসান (টিউবওয়েল), মো: দেলোয়ার হোসেন মিঠু (তালা), মো: রেজাউল করিম (চশমা), এবং মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদে, বর্তমান মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান ফারহানা ইয়াসমিন (হাঁস), নাসিমা খাতুন (ফুটবল) ও জাকিয়া আক্তার (কলস) প্রতীকে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করছেন।

মুজিবনগর স্মৃতিসৌধে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের পুষ্পস্তবক অর্পন

মুজিবনগরে নবনির্বাচিত উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু এবং ভাইস চেয়ারম্যান বিএম জাহিদ হাসান রাজীব, ভাইস চেয়ারম্যান (মহিলা) তোকলিমা খাতুন মজিবনগর মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতি কমপ্লেক্স স্মৃতিসৌধে পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেছেন।

আজ শুক্রবার বিকেলে নেতাকর্মীদের সাথে নিয়ে নবনির্বাচিত চেয়ারম্যান গন এই পুষ্পস্তবক অর্পণ করে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করেন।

পুষ্পস্তবক অর্পণ শেষে নবনির্বাচিত মুজিবনগর উপজেলা চেয়ারম্যান আমাম হোসেন মিলু এক প্রশ্নের জবাবে বলেন, আল্লাহর রহমতে এবং মানুষের ভালোবাসায় আমি উপজেলা চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছি আর সেই সাথে আমি দুইজন সুযোগ্য ভাইস চেয়ারম্যান পেয়েছি। ভবিষ্যতে আমি দ্বিধা বিভক্ত মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামীলীগের সমস্ত ক্ষত সারিয়ে সবাইকে একসাথে নিয়ে একটি শক্তিশালী আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, কৃষকলীগ,, যুবমহিলা লীগ, ছাত্রলীগ গড়ে তুলবো। গত নির্বাচনে আপনারা সেটি দেখতে পেয়েছেন আমি নির্বাচিত হয়ে আমাদের সাবেক উপজেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি ত্যাগী নেতা জিয়াউদ্দিন বিশ্বাসের সাথে দেখা করেছি বর্তমান সভাপতি আমার প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রফিকুল ইসলাম তো তার সাথেও দেখা করেছি। আমি চাই মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগের মধ্যে যে দ্বিধাবিভক্ত আছে সমস্ত বিভক্ত দূর করে মুজিবনগর উপজেলা আওয়ামী লীগকে একটি শক্তিশালী সংগঠনে পরিণত করার মাধ্যমে আমাদের প্রাণপ্রিয় জনপ্রশাসন মন্ত্রী ফরহাদ হোসেনের হাতকে শক্তিশালী করে প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার উন্নয়নকে গতিশীল করে মানুষের দ্বারে দ্বারে পৌঁছে দেওয়া।

এ সময় মুজিবনগর উপজেলার বিভিন্ন গ্রামের আওয়ামীলীগের নেতাকর্মী,

উপজেলা যুবমহিলা লীগকৃষক লীগ ও ছাত্রলীগের নেতা কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেসা (লতা) কে ফুলের শুভেচ্ছা।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে নবনির্বাচিত মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের ভাইস চেয়ারম্যান লতিফুন নেসা (লতা) নিজস্ব কার্যালয়ে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রিয়াদ আজিম, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন ইসলাম তানিম, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা রাসেল অন্তর, রিঙ্কু মাহমুদ, শাহিদুল ইসলাম মানিক, খালেদ হাসান মিন্টু, মাকসুদুল আলম মিথেন, নাহিদুজ্জামান নাহিদ, সোহানুজ্জামান জয় এবং জাব্বারুল ইসলাম সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক

লীগের পক্ষ থেকে ফুলের শুভেচ্ছা

মেহেরপুর পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের পক্ষ থেকে নবনির্বাচিত মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামকে ফুলের শুভেচ্ছা।

আজ বৃহস্পতিবার রাতে মেহেরপুর জেলা শিল্পকলা একাডেমির সামনে নবনির্বাচিত মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান আনারুল ইসলামকে ফুলের শুভেচ্ছা জানানো হয়।

এসময় উপস্থিত ছিলেন পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সভাপতি রিয়াদ আজিম, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের সাধারণ সম্পাদক শাহিন ইসলাম তানিম, মেহেরপুর সদর উপজেলা ছাত্রলীগের সাবেক সভাপতি খন্দকার জুলকার নাইম বাইজিদ, পৌর স্বেচ্ছাসেবক লীগের নেতা রাসেল অন্তর, রিঙ্কু মাহমুদ, শাহিদুল ইসলাম মানিক, খালেদ হাসান মিন্টু, মাকসুদুল আলম মিথেন, নাহিদুজ্জামান নাহিদ, সোহানুজ্জামান জয় এবং জাব্বারুল ইসলাম সহ বিভিন্ন নেতা কর্মী উপস্থিত ছিলেন।

এক মঞ্চে গাংনীর প্রার্থীরা

মানুষের খাদ্য, বস্ত্র, স্বাস্থ্য, শিক্ষা, নিরাপত্তাসহ মৌলিক ও মানবিক চাহিদা নিশ্চিত করার পাশাপাশি সন্ত্রাস, মাদকাসক্তিসহ বিভিন্ন সামাজিক অপরাধ রোধে উদ্যোগ গ্রহণ ও পারস্পারিক সহযোগীতার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে কাজ করবেন বলে অঙ্গিকার করলেন গাংনীর চেয়ারম্যান ও ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলা শাখা আয়োজিত প্রতিদ্বন্দ্বীতাকারি প্রার্থীদের নিয়ে “জনগণের মুখোমুখি” অনুষ্ঠানে এই অঙ্গিকার ব্যাক্ত করেন ষষ্ঠ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান, ভাইসচেয়ারম্যান ও মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থীরা।

আজ বৃহস্পতিবার (৯ এপ্রিল) সকাল ১১ টার সময় গাংনী আলিয়া মাদ্রাসা চত্ত্বরে এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।

পিএফজির সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা মোজাম্মেল হকের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা নির্বাহী অফিসার ও সহকারি রিটানিং অফিসার প্রীতম সাহা।

বিশেষ অতিথির বক্তব্য রাখেন, গাংনী থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) মো: তাজুল ইসলাম, নির্বাচন অফিসার কামরুল আহসান, সাংস্কৃতিক সংগঠক ও পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি)র সিরাজুল ইসলাম।

জনগণের মুখোমুখি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের চেয়ারম্যান প্রার্থী, এমএ খালেক, লাইলা আরজুমান বানু শিলা, মোখলেছুর রহমান মুকুল, এ কে এম শফিকুল আলম, জুলফিকার আলী ভূট্টো, অ্যাডভোকেট রাশেদুল হক জুয়েল, মুকুল জোয়ার্দ্দার।

ভাইস চেয়ারম্যান পদের প্রার্থী মো: ফারুক হাসান, মো: দেলোয়ার হোসেন মিঠু, মো: রেজাউল করিম, মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান পদের প্রার্থী ফারহানা ইয়াসমিন, নাসিমা খাতুন ও জাকিয়া আক্তার।

দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশের যশোর এরিয়া সমন্বয়কারি খোরশেদ আলম, পিস ফ্যাসিলিটেটর গ্রুপ (পিএফজি) গাংনী উপজেলার সমন্বয়ক প্রভাষক রফিকুল আলম বকুল ও পিএফজির সদস্য প্রভাষক মহিবুর রহমান

মিন্টু অনুষ্ঠানে সঞ্চালকের দায়ীত্ব পালন করেন।

অনুষ্ঠানে জণগনের প্রশ্নের জবাবে প্রার্থীরা বলেন, নির্বাচিত হলে, উপজেলা পরিষদকে দূর্ণীতিমুক্ত, কার্যকর ও জনকল্যাণমুলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে গড়ে তুলবো। নারীর অবস্থার উন্নয়নকে অগ্রাধিকার দিয়ে সকল মানুষের সার্বিক জীবন মানের উন্নয়নের জন্য কাজ করার পাশাপাশি ইভটিজিং বন্ধসহ নারী নির্যাতন, বহু বিবাহ, বাল্যবিবাহ বন্ধ, যৌতুকসহ নারীর প্রতি সহিংসতা রোধে সামাজিক আন্দোলন গড়ে তুলবো। নির্বাচিত হলে এলাকার মুক্তিযোদ্ধা, যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা, দুস্থ মুক্তিযোদ্ধা পরিবার ও প্রতিবন্ধীসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠির প্রতি বিশেষ নজর দিয়ে তাদের উন্নয়নে ভূমিকা পালন করারও প্রতিশ্রম্নতি ব্যাক্ত করেন প্রার্থীরা।

এসময় দি হাঙ্গার প্রজেক্ট বাংলাদেশ এর গাংনী এরিয়া কো অর্ডিনেটর হেলাল উদ্দীন, লুৎফুন্নেছা মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক ও পিএফজির সদস্য সৈয়দ জাকির হোসেন, করমদি ডিগ্রী কলেজের প্রভাষক ও পিএফজির সদস্য আবু সাদাদ মোহাম্মদ সায়েম পল্টু, গাংনী প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক ও পিএফজির সদস্য মাহবুবুল আলম, সাংবাদিক ও পিএফজির সদস্য জুলফিকার আলী কাননসহ স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানে গাংনী উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের অংশগ্রহণকারী ৬ জন চেয়ারম্যান, ৩ জন ভাইসচেয়ারম্যান ও ৩ জন মহিলা ভাইসচেয়ারম্যান প্রার্থী এক অপরের হাতে হাত রেখে দুহাত তুলে সুন্দর ও সোহাদ্যর্পূর্ণ গাংনী গড়ে তোলার অঙ্গিকার করেন।

মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি ইকবাল হোসেনের সংবাদ

সম্মেলন

মনগড়া অসম্পূর্ণ তথ্য পরিবেশনের প্রতিবাদে সংবাদ সম্মেলন করেছেন মেহেরপুর শহর আওয়ামী লীগের সভাপতি মোঃ ইকবাল হোসেন বুলবুল।

আজ শনিবার রাত সাড়ে ৮ টার দিকে শহরের অক্সফোর্ড কিন্টার গার্ডেন স্কুল চত্বরে এ সংবাদ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

সংবাদ সম্মেলনে লিখিত বক্তব্য ইকবাল হোসেন বুলবুল বলেন, আসন্ন মেহেরপুর সদর উপজেলা পরিষদ নির্বাচন উপলক্ষে আমার দেওয়া বক্তব্যকে এডিট করার মধ্য দিয়ে ভুল তথ্য পরিবেশনের জন্য আপনাদের মাধ্যমে প্রতিবাদ জানাচ্ছি।

গত ০২/৫/২০২৪ ইং তারিখে আমদাহ ইউনিয়নের অন্তর্গত আশরাফপুর গ্রামে ৭ নং ওয়ার্ডে সদর উপজেলার চেয়ারম্যান প্রার্থী মোঃ আনারুল ইসলামের পক্ষে নির্বাচনী পথ সভায় অংশগ্রহণ করি। কিন্তু অতি দুঃখের বিষয় আমার বক্তব্য সম্পূর্ণ অংশপ্রচার না করে খন্ড অংশ প্রকাশ করা হয় যা আমার বক্তব্য জনমনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছে। আসলে আমি কোন বিভ্রান্তিমূলক বক্তব্য দিই নাই যা কাউকে ব্যথিত করে। তারপরেও আমার বক্তব্য যদি ব্যাথা পেয়ে খাকেন তারজন্যে আমি ব্যথিত এবং অনুতপ্ত।

উল্লেখ্য, গত বৃহস্পতিবার আশরাফপুরে নির্বাচনী জনসভায় এক প্রার্থীর পক্ষে অবস্থান নিয়ে দলেরই আরেক প্রার্থীর এজেন্ট থাকবে না বলে হুমকি দেন তিনি। ভোট কেন্দ্রে ওই প্রার্থীর কোন এজেন্ট থাকবে না বলে হুশিয়ারী করেন।